# বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (সি)

# বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

**বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন — প্রভাস ঘোষ**

প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রণ ঃ গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

**মূল্য ঃ ১০ টাকা**

# প্রকাশকের কথা

গত ৬ আগস্ট, ২০২৪ কলকাতার নজরুল মঞ্চে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা পরিচালনা করেন আমাদের দলের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে নেতা-কর্মীদের বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংগঠনের বিস্তার ও সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে করণীয় বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কাছে বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে আরও নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করার আবেদন জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে নিবিড়ভাবে আত্মনিযোগ করুন" এই নামে প্রকাশ করা হল। আশা করি, এই আলোচনাটি সাধারণ মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট দলে আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম কোন নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

অভিনন্দন সহ,

**অমিতাভ চ্যাটার্জী**

*সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি*

**এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)**

অক্টোবর, ২০২৪

# বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন

কমরেডস,

আমার বলার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু আপনারা দেখেছেন গতকালও আমি বেশিক্ষণ বলতে পারিনি। এখন আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। বিগত লোকসভা নির্বাচনে আপনারা সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি জানি। জনগণের যে সমর্থন আপনারা পেয়েছেন তাতেও আপনারা অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত — এই সংবাদও আমি পেয়েছি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে বলতে গেলে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুটি বুর্জোয়া দলই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে, বুর্জোয়াদের মধ্যে যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়, বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি-মারামারি হয়, ঠিক তেমনই এই দলগুলির মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, কোঁন্দল এখন প্রকাশ্যে আসছে। মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কোনও শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা যাচ্ছে না। সংশোধনবাদী সিপিআই কিছু বৃদ্ধ লোকের পার্টিতে পরিণত হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএম রিফর্মিস্ট লেফট পার্টি হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যতটুকু গণআন্দোলনে ভূমিকা নিত, সরকারি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সেই রাস্তা তারা পরিত্যাগ করেছে। অতীতে সিপিআই-সিপিএম-এর যেসব কর্মীদের আমরা জানতাম চিনতাম, তাদের মধ্যে যতটুকু তত্ত্বের চর্চা ছিল, এখন তার ছিঁটেফোটাও নেই। এখন তারা এমএলএ-এমপি ছাড়া, মন্ত্রীত্বের গদি ছাড়া, একটা বুর্জোয়া দল যেমন করে ভাবে, এর বাইরে ভাবতে পারে না। যদিও আজও সিপিএম পার্টি হিসাবে ভারতবর্ষে বৃহৎ বামপন্থী দল, কিন্তু আন্দোলনে সিপিএম-এর পূর্বেকার সেই ভূমিকা নেই। তাদের কর্মীদের মধ্যেও চূড়ান্ত হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা। তুলনামূলকভাবে আমাদের শক্তি কম হলেও আমরা কিন্তু ভারতবর্ষে সেকেন্ড লার্জেস্ট লেফট পার্টি হিসাবে ইমার্জ করছি। লিবারেশন বিহারে আরজেডির সাথে ঐক্য করে কাস্টইজমের চর্চা করে কিছু সিট পাচ্ছে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষে তাদের সেই ভূমিকা নেই।

অন্যদিকে, আমাদের কর্মীরা যেখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই সাড়া পাচ্ছেন, সমর্থন পাচ্ছেন। একমাত্র পূর্ব ও উত্তরভারতের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি এবং নানা

সংগঠন গড়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী-চিন্তাশীল মহল আমাদের বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আমাদের শিক্ষা আন্দোলন, নেতাজীর কর্মসূচি সহ নানা কর্মসূচিতে এঁরা সামিল হচ্ছেন। নেতাজী ভবনে শিশির বসুর উত্তরাধিকারী আমাদের নেতাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন। গতবারের ৫ আগস্টের বক্তব্য শুনে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বলেছেন নেতাজী নিয়ে আমাদের আন্দোলনে তাঁরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিভিন্ন রাজ্যে প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, অধ্যক্ষ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক যাঁরা চিন্তার জগতে একটা প্রভাব বিস্তার করেন - এঁরা আমাদের দলকে বা দলের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে না পারলেও বা এখনও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারলেও যেসব আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা নিচ্ছি, তাতে তাঁরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। তাঁরা মনে করছেন, এটাই একমাত্র দল যারা এদেশের জনগণের স্বার্থে একটা সঠিক সংগ্রামী ভূমিকা নিচ্ছে। এইরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেটা অতীতে অভাবিত ছিল। আমি আমার ভাষায় বলছি, আমাদের মহান নেতার উক্তি ছিল, আমাকে গুলি করে মারা যাবে, আমি অনাহারে মৃত্যু বরণ করব, কিন্তু সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজন সত্য বলে যা বুঝেছি, তার জন্য আমি লড়াই করে যাব। এই বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে লড়ে যাব। তাতে এটুকু হয়তো হবে - একটা লোক রাস্তায় অনাহারে মারা গেছে, কিন্তু বলে গেছে এদেশে বিপ্লবের এটাই একমাত্র সঠিক পথ। তার দ্বারাও একজন, দুইজন, পাঁচজন, দশজন আকৃষ্ট হবে, এতেই একদিন সত্যের অমোঘ শক্তির জোরে শক্তিবৃদ্ধি হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম জীবনে যখন দল শুরু করেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন যে হয়তো এর বেশি কিছু করতে পারবেন না। ছয়জন মাত্র সঙ্গী। এগুলো আপনারা সকলেই জানেন। বহু মিটিংয়ে শুনেছেন। কিন্তু আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের নেতাকর্মীরা অনেকেই প্রাত্যহিক জীবনে, প্রতিদিনের জীবনে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিপ্লবী দলটি গড়ে তুলতে যে ঐতিহাসিক মরণপণ সংগ্রাম করেছেন, কীভাবে রাস্তায়, ফুটপাতে কাটিয়েছেন, অনাহারে কাটিয়েছেন, কত ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করেছেন, এগুলি বইতে আছে, তাঁর বক্তৃতায় আছে, আপনারা জানেন, কিন্তু এসব স্মরণে রাখেন না বা এর তাৎপর্য আপনাদের বিবেককে নাড়া দেয় না। এগুলি অনেকটা কথার কথা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর পরিণতি খুবই ক্ষতিকারক। চোখের সামনে কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই ঐতিহাসিক মহান সংগ্রামকে প্রতিনিয়ত জীবন্ত রাখতে হবে গভীর শ্রদ্ধায়, আবেগে বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে। গত বছর ৫ আগস্ট তাঁর এই বক্তব্যের কিছু অংশ পড়ে শুনিয়েছি। আমি জানি আপনারা সকলেই সৎ। আপনারা সকলেই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর প্রতি আপনাদের আবেগ আছে। তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েই এই দলে

এসেছেন। কিন্তু শুধু এইটুকু হলেই হবে? যদি না তাঁর শিক্ষাকে প্রতিদিনের জীবনে, প্রাত্যহিক সংগ্রামে প্রয়োগ করা না হয়। আমি এও জানি, দিনরাত পরিশ্রম করছেন এমন অনেক কর্মী আছেন, কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের মূল্যবান বক্তব্যসম্বলিত পুস্তক, পার্টির পুস্তক, পার্টির মুখপত্র অনেকেই প্রতিদিন পড়েন না। আমার সাথে যাদের দেখা হয়, আমি প্রায় তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করি তারা প্রতিদিন পড়েন কিনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক উত্তর পাই না। আমি জিজ্ঞাসা করি শরৎ সাহিত্য পড়? আপনারা অনেকেই জানেন না, খুব দুঃখে আমি একটা আলোচনা করেছিলাম। এখানে কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বসে আছেন। আমাকে বলেছিলেন শরৎচন্দ্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য। আমি বলেছিলাম আমি অনেক দিন করিনি। তুমি কমরেড মানিক মুখার্জী বা কমরেড রনজিৎ ধরকে বল আলোচনা করার জন্য। ও চলে যাচ্ছিল, আমি আবার ডেকে বললাম যে আমি বলব। আমি বিশদিন খেটেছি শরৎচন্দ্রের নানা পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করতে, তারপর মিটিং হল, কমরেড শিবদাস ঘোষের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিচারধারার ভিত্তিতে কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম। কী জন্য করেছিলাম? যাতে কমরেডরা পড়েন। কিন্তু কয়জন পড়ছেন? আমি এইকথা জানি যে পরিবেশের মধ্যেই এখন পড়াশোনার চর্চা নেই। আমাদের সময়ে যে সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম গ্রামেও লাইব্রেরি পেতাম, অনেক বইপত্র পেতাম, পড়ার একটা পরিবেশ ছিল তখন। এখন সেইসব জিনিস নেই। স্কুল কলেজেও পড়াশোনার চর্চা বিশেষ নেই। ফলে না পড়ার পরিবেশের মধ্যেই আপনারা গড়ে উঠেছেন। কিন্তু মূর্খ হয়ে থেকে কি বিপ্লব করা যাবে? মূর্খরা কোনও দিন বিপ্লব করতে পারে? বিপ্লবীদেরই তো জীবনে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করতে হয়। জীবনের সূচনা পর্বে কমরেড শিবদাস ঘোষকে নবজাগরণের মনীষী, বিভিন্ন বিপ্লবী যোদ্ধারা ছাড়াও শরৎচন্দ্র অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কী গভীর আবেগে শরৎচন্দ্র নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন! এমনও হয়েছে বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর গলা ভেঙ্গে গেছে অবরুদ্ধ কান্নায়। তথাকথিত একদল বুদ্ধিজীবী, সিপিএম-সিপিআই এর ইন্টেলেকচুয়ালরা শরৎচন্দ্রকে কথাসাহিত্যিক, অপরাজেয় কথাশিল্পী, তাঁর মধ্যে আবেগ আছে যুক্তি নেই — এইসব বলে আন্ডারমাইন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি সহ অন্য সাহিত্যিকরা যেখানে ব্যর্থ, শরৎচন্দ্র সেখানে সার্থক, মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁর সূচনা, আর রবীন্দ্রনাথ থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের হঠাৎ অভ্যুত্থান ঘটল। রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়নি। তিনি নিজেই নিজের স্থান করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ রঁম্যা রল্যাকে বলেছিলেন, শরৎচন্দ্র হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কিন্তু

তথাকথিত রবীন্দ্রপ্রেমীরা শরৎচন্দ্রকে আন্ডারমাইন করেছেন। তার বিরুদ্ধে ফাইট করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কিসের প্রয়োজনে? বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে। তিনি দেখিয়েছেন,শরৎচন্দ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। শরৎসাহিত্য দেবে মূল্যবোধ, রুচিবোধ। কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনায় আরও পাবেন যে দার্শনিকরাও, রাজনীতিবিদরাও সাহিত্যিকের দরজায় যান। কারণ, জ্ঞানবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব সাহিত্যিক সাহিত্যের শিল্পশৈলীর মাধ্যমে, রসের মাধ্যমে মানুষের অন্তপুরে পৌছে দেয়। বিবেক জাগায়, ব্যথাবেদনা জাগায়, সংবেদনশীলতা জাগায়। এইজন্য সাহিত্যের প্রয়োজন। আর কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাতো আমাদের পাথেয়। তাহলে শরৎ সাহিত্য চর্চার অভ্যাস করতে হবে। পাশাপাশি দেশবিদেশের অন্য সাহিত্যও পড়তে হবে। বিপ্লবী হিসাবে কি আমরা বদঅভ্যাস, কুঅভ্যাসের দাস হয়ে থাকব? জ্ঞানচর্চা ছাড়া, বুদ্ধির বিকাশ ছাড়া, সত্যানুসন্ধান ছাড়া কখনও বিপ্লব সম্ভব? কোনও দেশে সম্ভব? মার্কসবাদীরাই প্রথম এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

মনে রাখবেন, আমাদের মার্কসবাদী বিচার পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করতে হবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আমরা যা চিন্তা করছি প্রতিদিন, এই চিন্তা হয় অবক্ষয়ী বুর্জোয়া চিন্তা, না হলে সর্বহারার চিন্তা। আমাদের যেকোনও চিন্তাভাবনা, ভালোমন্দ বোধ, ন্যায় অন্যায় বোধ, আমাদের আনন্দ-দুঃখ, আচার আচরণ, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা - এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের কথাই আমি এখানে বলছি, এরও শ্রেণিচরিত্র আছে। আমরা এসেছি পুঁজিবাদী সমাজ থেকে। আমি সহ আপনারা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। মধ্যবিত্ত মানে হচ্ছে পেটিবুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া মানেই হচ্ছে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া। আমাদের বুর্জোয়া চরিত্র থেকে মুক্ত হয়ে যাকে বলে ডিক্লাসড হওয়া, সেই ডিক্লাসড হয়ে সর্বহারা বিপ্লবী হতে হবে অশিক্ষিত, অজ্ঞ শ্রমিকশ্রেণির, সর্বহারাশ্রেণির ঘুম ভাঙানোর জন্য, তাদের কাছে বিপ্লবী তত্ত্ব পৌছে দেওয়ার জন্য। তাহলে কমরেডরা পার্টির এই শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, আচার আচরণ, ক্রিয়া - এইগুলি ঠিক মতো করতে পারছেন কিনা, এটা বিচার করবেন কিসের ভিত্তিতে? মেম্বারশিপ কার্ড আছে বলে, মিছিলে যাচ্ছেন বলে, গণদাবী বিক্রি করছেন বলে, কালেকশন করছেন বলে? এর দ্বারাই হবে? নাকি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মানদণ্ডে বিচার করতে হবে? জনগণের নানা প্রশ্ন, বিভ্রান্তির উত্তর দেবেন কী করে? কী করে বুর্জোয়া ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত ফাইট করবেন? দলের অভ্যন্তরে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্থাপন করা, অন্ধতামুক্ত হয়ে নেতৃত্বকে বিচার করা - এসবের জন্যও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এও বলে গেছেন, ২৪ ঘণ্টাই একজন বিপ্লবীর একমাত্র চিন্তা থাকবে শোষিত জনগণের জীবনের সমস্যা নিয়ে, তাদের প্রতি দরদবোধ থেকে। এরজন্য চাই হৃদয়বৃত্তি। প্রতিদিন কতশত মানুষের অনাহারে মৃত্যু, ফুটপাতবাসীর দুর্বিসহ জীবনযাত্রা, ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদ, বেকারীত্বের জ্বালায় আত্মহত্যা করা, গোটা সমাজের কত সঙ্কট, এতো আমাদের বিবেককে ধাক্কা দেবে। প্রতিদিনই তো ভাবব আমি এদের জন্য কী করছি? এই হচ্ছে হৃদয়বৃত্তি। তারপর আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্যবোধ। উনি বলেছেন, খাওয়া-শোওয়া বাদ দিয়ে ২৪ ঘণ্টা এটাই হবে একজন বিপ্লবীর ভাবনাচিন্তা। আবার বলেছেন, স্নেহ-মায়া-মমতা থাকলে কেউ কাউকে আদর করবে না — ব্যাপারটা এইরকম নয়। কিন্তু মনটা ছেয়ে থাকবে এই দলের বিপ্লবের সাধনায়। এখানে আমাদের অনেক নেতাকর্মীর ব্যর্থতা আছে। দেশের সঙ্কট কোন দিকে যাচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণি কীভাবে আক্রমণ করছে, বুর্জোয়াশ্রেণির কোন দল কী ভূমিকা নিচ্ছে, কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সিপিএম-সিপিআই কীভাবে বিভ্রান্ত করছে, তার পাল্টা আমাদের কী যুক্তি হবে, কী ধরনের কর্মসূচি নেওয়া দরকার, নেতারা যদি না নেয়, সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি নেতাদের বলব এই কর্মসূচি নেওয়া উচিত — এই যে চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাকা, সন্তানকে আদর করছি, তখনও এই চিন্তা মাথায় ঘুরছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে গল্প করছি, পরস্পরকে আদর করছি, তখনও এই চিন্তা মাথায় ঘুরছে — এই হচ্ছে বিপ্লবীর সাধনা। এটাকে বাদ দিলে পার্টির যত কাজই করি না কেন, আমাদের চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রা পেটিবুর্জোয়া লাইফ হয়ে থাকবে। এবং সেটা সেখানেও থাকবে না। আমার মধ্যে যতটুকু বিপ্লবী সত্ত্বা গড়ে উঠেছিল, সেই বিপ্লবী সত্ত্বাকেও আস্তে আস্তে গ্রাস করবে। একদিনের সারাক্ষণের কর্মী পরবর্তীকালে দেখা যাবে বিয়ের পরে সংসারজীবনে জড়িয়ে পড়েছে। দিনরাত কাজ করলেও প্রতিনিয়ত নিজের ক্যারেক্টারকে ভেঙে গড়ে তুলতে হয়। পুরানো দিনের অভ্যাসকে ভাঙতে হয়। অভ্যাসের শক্তি ভয়ঙ্কর শক্তি। লেনিন বলেছেন, ফোর্সেস অফ হ্যাবিট ইজ এ ডেঞ্জারাস ফোর্স। এর মধ্যেও পুঁজিবাদ থাকে। ফলে আমি কমরেডদের বলব, আপনারা প্রতিদিন কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তিকা, পার্টির পুস্তিকা, পার্টির মুখপত্র পড়ুন। আমার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করার, প্রতিদিন পড়ছেন কিনা। রাজ্য নেতা, জেলা নেতা, বিভিন্ন কমিটিতে যারা আছেন, লোকাল লিডারশিপ - তারা নিজেরা আগে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, এবং কর্মীদের করান। শুধু কালেকশন করা, মিটিং মিছিল করা আমাদের পার্টির কাজ নয়। আমরা বিপ্লবী তৈরি করতে চাইছি, কিছু খাঁটি মানুষ তৈরি করতে চাইছি যারা সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে

তাদের জীবনের দ্বারা, সংগ্রামের দ্বারা, চরিত্রের দ্বারা। মনের মধ্যে কোন প্রশ্ন আসছে যেটা বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল, কোনটা প্রতিকূল — কীভাবে বুঝবেন? আপনার মধ্যে যে ইচ্ছাটা জাগছে, এই ইচ্ছাটা বিপ্লবী সঙ্গত কি সঙ্গত নয় - কী করে বুঝবেন? তারপরে জনগণের মধ্যে নানা প্রশ্ন আছে, বিভ্রান্তি আছে. তারও উত্তর আপনাদের দিতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির গত সভায় এইজন্য আমি বলেছিলাম, আমাদের কয়জন কর্মী আছে, যাদের যদি প্রশ্ন করা হয় ভারতবর্ষে বেদবেদান্ত থাকতে, বিবেকানন্দ থাকতে, গান্ধীজি থাকতে কেন আমরা মার্কসবাদের কথা বলছি। এই প্রশ্নে কলকাতা জেলা কয়দিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা শুনিয়েছে। আমাদের কয়জন কর্মী এর উত্তর দিতে পারবে? কয়জন কর্মী উত্তর দিতে পারবে মার্কসবাদ তো ব্যর্থ, সোভিয়েত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তোমরা এখনও কেন মার্কসবাদের কথা বলছ? স্ট্যালিন তো ডিক্টেটর, স্বৈরাচারী, অনেক মানুষকে খুন করেছে - এই প্রচার ব্যাপক। তার উত্তর কয়জন কমরেড দিতে পারবেন? কমরেডরা সেইভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন কি? এগুলি তো তত্ত্বগত প্রশ্ন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই হুঁশিয়ারী দিয়ে গেছেন, যখন বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চেভ পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান স্ট্যালিনকে আন্ডারমাইন করছে, স্ট্যালিন সম্পর্কে কুৎসা রটনা করছে, তখনই তিনি বলেছিলেন যে স্ট্যালিনকে আন্ডারমাইন করার মানেই হচ্ছে মহান লেনিনকে আন্ডার মাইন করা, মানেই হচ্ছে কমিউনিস্ট মুভমেন্টকে ধ্বংস করা। ফলে স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বও মার্কসবাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে না। এইসব প্রশ্নেও কমরেডদের তো থিওরিটিক্যালি ইকুইপ্ট হতে হবে।

আরেকটা বিষয় দলকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করছে। কনজিউমারিজমের প্রভাব কমরেডদের মধ্যে বাড়ছে। ঝকঝকে পোষাক, ভাল জামাকাপড় পরা, একাধিক জামাকাপড় পরা, সংগ্রহ করা, আরাম আয়েসে থাকার ঝোঁক, একটু রোজগার করতে পারলেই একটা বাড়ি, গাড়ি, যারা চাকরিজীবী কমরেড বা অন্যভাবে রোজগার করছেন, তাদের মধ্যে এইসব ঝোঁকগুলি আসছে। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই, তাদের মধ্যেও এগুলি না পাওয়ার আফসোস আসছে। এটাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক বক্তব্য হচ্ছে, বিপ্লবীদের অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখে সাধারণ মানুষ দুঃখবোধ করে। কিন্তু একজন প্রকৃত বিপ্লবী বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থেকে যে আনন্দ ও শান্তি পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরাম-আয়াসের মধ্যে তার হদিশ পায় না। বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়, এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নেই। কয়জন কমরেড এই মহান শিক্ষার তাৎপর্য অনুভব করছেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বলে গেছেন

আমরা যেমন কৃচ্ছসাধন করব না, তেমনি ভালো কোনও কিছু পেলে তার প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মাবে না। আসক্তি জন্মাচ্ছে কিনা প্রতিদিন সতর্ক থাকতে হয়, নাহলে অজান্তেই ভিক্টিম হয়ে যাওয়ার বিপদ আসে। দলটা তো বিপ্লবী দল। চিরদিন এইভাবে তো রাজনীতি চলবে না। এই দলের নেতাকর্মীদের একসময় দিনের পর দিন খাবার জুটবে না, থাকার জায়গা জুটবে না। তখন এই নেতাকর্মীরা কী করবেন? অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন। প্লেখানভ সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, যতক্ষণ বিপ্লবের সময় আসেনি, ততক্ষণ তিনি বিপ্লবী ছিলেন। যখন বিপ্লবের সময় এসে গেছে, তখন আর তিনি বিপ্লবী থাকতে পারলেন না। জীবনযাত্রার মধ্যে এই যে ঝোঁক, এটা খুবই ক্ষতিকারক। আগে ছিল যারা রোজগার করতেন, তারা যা বেতন পেতেন, পার্টির কাছে দিতেন। আমি কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তকে দেখেছি শ্রীরামপুর কলেজে প্রফেসরি করতেন। বেতন পেলেই যাতায়াত ভাড়া বাদ দিয়ে বাকি টাকা কমরেড শিবদাস ঘোষ বা কমরেড নীহার মুখার্জীর হাতে তুলে দিতেন। কমরেড রবি বসু কর্পোরেশনে চাকরি করতেন, তিনিও তাই করতেন। কমরেড অনিল সেন তাঁর মায়ের জন্য কিছুটা রেখে বাকিটা দিয়ে দিতেন। এগুলি তাঁরা করতেন স্বেচ্ছায়। সেইসময়ে পার্টির মধ্যে এই চর্চা ছিল। এরপরেও কিছুদিন ছিল। এখন কিন্তু বহু কমরেডদের আয় তারা সেইভাবে পার্টি ফান্ডে বা আন্দোলনের ফান্ডে দেন না। একদল ছাত্রছাত্রী আছে যারা খুব কাজ করছে, আবার দুই তিনটা টিউশনিও করে তাদের প্রতিদিনকার খরচ চালানোর জন্য। তাদের দায়িত্ব যদি এই কমরেডরা নিত, একবার আমি মিটিংয়ে আহ্বান করেছিলাম। পার্টিই ঠিক করতো কে কার দায়িত্ব নেবে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়। তাহলে তারা তিনটা টিউশনির বদলে একটা করত, নাহলে একটাও করত না, পার্টির কাজটাই করত। কিন্তু তারা সন্তানদের পিছনে ব্যয় করছেন, নানা আবদার মেটাচ্ছেন। সন্তান ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনীয়ার হবে এই স্বপ্ন দেখছেন। তার জন্য এই পোষাক চাই, এই খাদ্য চাই। এই যে ঝোঁকগুলি, এই বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া লাইফের প্রবণতা, কনজিউমারিজম এই কমরেডদের গ্রাস করছে। যে ডিএসও কর্মীরা একসময় আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও হোলটাইমার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তাদেরও একদল চাকুরি পাওয়ার পরে, বিয়ে করার পরে তাদের জীবনযাত্রা পাল্টে যাচ্ছে, যদিও তারা দলের সাথেই আছেন। তারা মনে করেন, তাদের আয়ব্যয়, জীবনযাত্রা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে বিপ্লবী আদর্শ চর্চার প্রয়োজন নেই। যতটা পারি কিছু কাজ করব আর দলকে কিছু চাঁদা দেব। আমি রাজ্যনেতৃত্বকে বলব, প্রতিটি মেম্বারের আয় এবং ব্যয় কী এটা জানতে। জানা এই জন্যই প্রয়োজন তার জীবনযাত্রাকে বোঝা এবং জানার পর তাকে গাইড করা। যারা রোজগার করছেন, তাদের আমি বলব আপনারা ভলান্টিয়ারালি পার্টির কাছে

আপনাদের আয়ব্যয়ের হিসাব সাবমিট করুন। পার্টি যেভাবে বলবে, সেইভাবে আপনারা ব্যয় করবেন, জীবনযাত্রা নির্বাহ করবেন। টাকার প্রতি পার্টির লোভ নেই, আপনারা যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত কমিউনিস্ট হতে পারেন, তার জন্যই এর প্রয়োজন। আমি দেখেছি একটা শার্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং কমরেড নীহার মুখার্জী ভাগাভাগি করে পরেছেন। পরবর্তীকালে যখন সঙ্গতি এসেছে, তিনটি প্যান্ট এবং তিনটি শার্টের বেশি কমরেড শিবদাস ঘোষ কখনও ব্যবহার করতেন না। অন্য কমরেডদের দিয়ে দিতেন যাদের প্রয়োজন থাকত। তাহলে এই কনজিউমারিজমের যে প্রভাব এবং সন্তান সম্পর্কে যে অ্যাপ্রোচ, স্বামী-স্ত্রীর জীবন কী হবে - বিপ্লবী জীবন হবে না সাধারণ জীবন হবে, স্বামী স্ত্রীকে দেখবে, স্ত্রী স্বামীকে দেখবে এটা কি তাদের প্রাইভেট ব্যাপার? এটাই চলবে? না এখানেও শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আছে। এই ক্ষেত্রেও ইমপারসোনাল দৃষ্টিভঙ্গি চাই। স্ত্রী দেখবে স্বামী পার্টির আদর্শ অনুযায়ী চলছে কিনা, না হলে পার্টি নেতৃত্বের কাছে সে স্বামী সম্পর্কে বক্তব্য রাখবে। স্বামী দেখবে স্ত্রী ঠিকমতো চলছে কিনা, না চললে পার্টি নেতৃত্বকে জানাবে। পার্টিই দুইজনকে দেখবে। তাদের দাম্পত্য জীবনের নিবিড় সম্পর্ক কি প্রচলিত বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী চলবে না কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে চলবে, এটাও পার্টি নেতৃত্বকে দেখতে হবে। স্ত্রী যদি স্বামীর বিপ্লবী জীবনের সাথে চলতে না পারে প্রয়োজনে সেই স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদও ঘটাতে হবে। স্বামী যদি বিপ্লবী জীবনে চলতে না পারে, সেই স্ত্রীকে বলিষ্ঠতা অনুযায়ী প্রয়োজনে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মধ্যে এই পথনির্দেশ আপনারা পাবেন অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য সম্বলিত যে পুস্তিকা সর্বশেষ বেরিয়েছে 'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়' সেই পুস্তিকাতে। সন্তান আপনার সন্তান হলেই কি আপনি তাকে মানুষ করতে পারবেন? মানুষ করতে হলে তো সেই শিক্ষা চাই, সেই জ্ঞান চাই, একটা শিশুমনকে কীভাবে তৈরি করতে হয়। সন্তানের জন্ম দিলেই কি যেকোনও বাবা-মা এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারে? মনে রাখবেন, ভালবাসা আর দুর্বলতা এক নয়। প্রকৃত ভালবাসা শক্তি দেয়, মানুষ করে। অপরদিকে দুর্বলতা মানুষের ক্ষতি করে দেয়। অনেক কমরেড আছেন, তারা চান, তাদের সন্তান কমসোমলের প্যারেডে আসুক, কিন্তু লেখাপড়াটা ভাল করে করুক। আগেও ছিল। পুরানো দিনেও কথা ছিল, ছেলে পড়াশোনা করেছে কিন্তু মানুষ হয়নি। পড়াশোনা করা আর মানুষ হওয়া এক নয়। শরৎচন্দ্র বৈকুণ্ঠের উইল-এ অশিক্ষিত গোকুল এবং শিক্ষিত বিনোদের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে এটা দেখিয়েছেন। সন্তানকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে সেই সম্পর্কেও পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী চলবেন। এখানে কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তা না হলে আমার সন্তান,

আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, - এই তো 'আমি' থেকে গেলাম। এই তো পারসোনাল প্রপার্টি, পারসোনাল প্রপার্টি অ্যাপ্রোচ থেকে গেল। যার ফলে এখন একদল কমরেড চোখের জল ফেলেন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। কেউ কেউ হয়তো সঠিকভাবে চেষ্টাই করেছেন। তা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য অনেক সময় হয় না। আবার অনেকেই চান সন্তান পার্টি করুক, সাথে সাথে ভালো করে পড়াশোনা করুক, করতে গিয়ে দেখা গেল, পার্টি আর থাকল না, পড়াশোনার দিকেই চলে গেল, কেরিয়ারের দিকে চলে গেল। এই সন্তান নিয়ে আপনার গর্ব করার কী আছে? বরং সন্তান হিসাবে ভালবাসুন যে ছেলেমেয়েরা ঘরবাড়ি ছেড়ে, কেরিয়ার ছেড়ে দিনরাত পরিশ্রম করছে - তারাই তো আপনাদের সন্তান। প্রয়োজনে পথভ্রষ্ট নিজের সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে। এই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি চাই। ফলে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও এইসব দিকগুলি আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

আরেকটি জিনিস আমি বলতে চাই, কমরেডশিপ একটা উন্নত স্তরের ভালবাসার সম্পর্ক, আবেগের সম্পর্ক। অতীতের যত আবেগের সম্পর্ক, তারও উর্ধে এই সম্পর্ক মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করে এসেছে। আমরা সকলেই বিপ্লবী সংগ্রামের সৈনিক। আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। একে অপরকে এইজন্য আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি এটা গভীর আবেগ। এখনকার বহু কমরেডের মধ্যেই আছে তারা যে যার কাজ করে যায়। কিন্তু এই যে কমরেডশিপ, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা, একে অপরকে ফিল করছে, খোঁজখবর রাখছে, কারও শরীর অসুস্থ হলে হয়তো তার ইউনিট মেম্বার নয়, তার ফ্রন্টের লোক নয়, চেহারা ভাল নয়, অসুস্থ — এটা দেখে তার মন উদ্বিগ্ন হচ্ছে কি? অফিসে দেখলাম বা কোথাও দেখলাম। এমনকি তার নাম জানি না, কোন জেলার লোক, কোন রাজ্যের লোক জানি না, কিন্তু আমার পার্টি কমরেড তো! এই যে ভিতর থেকে যে আবেগটা, আমার কমরেড, এখানেও ব্যক্তিবাদ একটা বিরাট বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কমরেডদের মধ্যে এই যে সম্পর্কটা গড়ে না উঠলে একই বিপ্লবী সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে একাত্ম হয়ে আমরা লড়ব কী করে? আমি এখন কোনও ইউনিটে যাতায়াত করি না। কিন্তু যতটুকু আমি লক্ষ্য করছি এটা দেখলে খুব কষ্ট পাই। আগে দল যখন ছোট ছিল, নানা ইউনিটে, নানা ফ্রন্টে আমরা কাজ করেছি। কিন্তু আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে, কমরেডদের মধ্যে একটা একাত্মতাবোধ ছিল। এই যে ইমোশনাল ফিলিংটা - এটাও ল্যাক করছে। আপনাদের আমি বলছি এটাও কিন্তু আগামী দিনে সঙ্কট হয়ে আসবে। দলের মধ্যে আমি এখন বয়োজেষ্ঠ। আমি একদিন থাকব না, যারা আমার পিছনে বসে আছেন তারাও থাকবেন না। এই স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আপনারা যদি পার্টি নেতৃত্বে আসেন, তাহলে পার্টির হাল কী দাঁড়াবে? হয়তো কলেবরে বাড়বে,

কিন্তু সেই কলেবর বৃদ্ধি কি পার্টিকে রক্ষা করবে? কমরেড শিবদাস ঘোষের উন্নত গাইডলাইন আছে ঠিক। লেনিন-স্ট্যালিনেরও উন্নত গাইডলাইন ছিল। কিন্তু সোভিয়েত পার্টি ভাঙলো কী করে? গাইডলাইন বইতে থাকলেই চলবে? তার ভিত্তিতে তো চরিত্র চাই, প্রকৃত কমিউনিস্ট চাই, তার জন্য জীবন সাধনা চাই। কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন শক্তিশালী করে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটিকে - কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য। এখানে আলাদাভাবে ইউনিট, জেলা, ফ্রন্টের বেরিয়ার থাকবে না। কমরেডদের মধ্যে মেলামেশা, গল্প, আড্ডা, হাসিঠাট্টা, চিন্তার আদানপ্রদান এই সবই থাকবে। তার মধ্যে দিয়ে আবার আমি একজনকে অনুপ্রাণিত করছি, অন্য কেউ আমাকে অনুপ্রাণিত করছে। ওর একটা সমস্যা আমি বুঝলাম। আমরা সকলে গল্প করছি। একজনের ম্লান চোখমুখের মধ্যে কীরকম যেন মনে হল। নেতাদের জানালাম। এই যে চোখকান খোলা রাখা, প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহায্য করা — এগুলো খেয়াল রাখা দরকার।

কমিউনিস্ট কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ে অনেক ক্লাস আগেও হয়েছে, এখনও হয়। এই আচরণবিধির মধ্যে রয়েছে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি। ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত না হলে কমিউনিস্ট আচরণবিধি পালন করা যায় না, ঐখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্ত করেছেন। এই কথাও বলেছেন যে এতটুকুও ব্যক্তিবাদ যদি থেকে থাকে ক্ষুদ্রতম রূপে, ধরুন, এই মিটিংয়ে আপনাকে বলতে দেওয়া হয়নি, ওকে কেন বলতে দেওয়া হল, আপনার প্রশংসা হয়নি, ওর কেন প্রশংসা হল, এর জন্য আপনি মনোক্ষুণ্ণ হলেন। আপনার বক্তব্যের প্রশংসা করেছে, এর জন্য আপনার অহঙ্কার হল। আপনার সমালোচনা করেছে আপনার রাগ হল। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন এই ধরনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিবাদ ক্ষুদ্র থাকবে না। এটা বুঝে দূর করতে না পারলে বাড়বে এবং এর থেকে আসবে সুবিধাবাদ, সংশোধনবাদ, অধঃপতন ঘটবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, যেকোনও কমরেডকে দেখ, এমনকি যেকোনও মানুষকে রাস্তায় দেখ, তুমি দেখবে তার গুণ। তুমি তার ত্রুটি খুঁজবে না। এই চোখ দিয়ে দেখ, এই কমরেডের থেকে, এই মানুষটির থেকে, এই অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষটির থেকে আমার শেখার কী আছে। এই শেখার মন থেকে দেখ। ত্রুটি খুঁজতে যেও না। বলেছেন, গুণ বুঝতে গেলে ত্রুটি থাকলে ত্রুটি চোখে পড়বে। কিন্তু ত্রুটি খোঁজার মন নিয়ে দেখবে না। কয়জন কমরেড জীবনে এটাকে চর্চা করছেন? কয়জন কমরেড অন্য কমরেডের কাজের গুণ দেখে প্রশংসা করছেন? এমনকি একই সেন্টারে থাকে যারা কেউ এই ফ্রন্ট, কেউ ঐ ফ্রন্ট, এই ফোরাম, ঐ ফোরাম, এই ইউনিট, সেই ইউনিটে কাজ করে। কে কোথায় কী কাজ করছে, তার কাজের সাফল্য কী, ব্যর্থতা কী - এই খোঁজার

মন থাকে কি? প্রত্যেকেই নিজের ইউনিট, নিজের ফ্রন্ট, নিজের ফোরাম নিয়েই ব্যস্ত। এটাও একটা সঙ্কীর্ণতাবাদ। ফলে কমরেডদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হলেই সেন্টারে থাকি বা সেন্টারের বাইরে থাকি, অন্যের থেকে শেখার মন থেকে কে কোথায় কী করছে, বা কোথাও সে ভুল করেছে বলছে। সেই ভুল থেকে আমিও শিখছি যাতে আমি ভুলটা না করি। এই যে চর্চা এই চর্চারও খুব অভাব হচ্ছে। এটা কার্যকরী হওয়া দরকার।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, সমালোচক হচ্ছে শিক্ষক। প্রশংসা শোনার মন যার, যে শুধু নিজের গুণ দেখে, নিজের ত্রুটি খোঁজে না, অন্য কেউ ত্রুটি দেখালে সে রেগে যায়, ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, পাল্টা তার ত্রুটি খোঁজে সে কখনও কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে পারবে না। যার জন্য তিনি এমন কথাও বলেছেন, বিপক্ষ দলও যদি একটা সত্য কথা বলে থাকে সমালোচনা করে, তা গ্রহণ করবে। তাকে শিক্ষকের মর্যাদা দেবে। যারা আমরা পড়ছি, ব্যাখ্যা করছি আমরা জীবনে প্রয়োগ করছি কি? নিজেকে প্রশ্ন করুন। তিনি বলেছেন, কারও সম্পর্কে আমার কিছু মনে হলে আমি তৎক্ষণাৎ কনক্লুড করি না। আমার মনে হলে আমি তার সঙ্গে আলোচনা করি। বোঝার চেষ্টা করি আমার মনে হওয়াটা ভুল না ঠিক। অন্যদের সাথে আলোচনা করি। তারপর কনক্লুড করি। কিন্তু প্রচলিত সমাজ থেকে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন কমরেড সম্পর্কে নিজের ইমপ্রেশন নেওয়া। এটা কি বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত? এটা কি যৌথ বিচারের ভিত্তিতে এসেছে? এটা কি নেতৃত্বের বিচারের ভিত্তিতে এসেছে? না আপনার মনে হয়েছে এবং সেই মনে হওয়া নিয়েই আপনি চলেন। একটা সময়ে একজন কমরেডের আপনি একটা ত্রুটি দেখেছেন। তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা ছিল। কিন্তু সে সংগ্রাম করছে। আগের মতো ততটা আত্মম্ভরিতা নেই। আছে কিন্তু কমেছে। যাকে দর্শনে আমরা বলি কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ। এই যে একটু একটু তার অগ্রগতি ঘটছে, এটাও আপনি লক্ষ্য করছেন না। বা সে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, কিন্তু আপনার এখনও মনে হয় তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা আছে। একে বলে প্রিকনসেপশন। এই সব জিনিসগুলি কমরেডদের মধ্যে রয়ে গেছে। আমি এখানে দু-চারটি কথা বলে গেলাম। ওঁনার আরও বহু মূল্যবান আলোচনা আছে। এগুলি যদি জীবনে আমরা চর্চা না করি ও প্রয়োগ না করি, এতো আপনাআপনি আসবে না। আমি গোটা বইটা মুখস্ত করতে পারি। ভালো করে কোট করতে পারি। তাতেই কি হবে আমি যদি সেইমতো আচরণ না করি? আমার ক্রিয়াতে যদি তার প্রতিফলন না হয়? এবং হচ্ছে কিনা সেদিকে আমি লক্ষ্য না রাখি। অন্য কমরেডরা আমাকে সজাগ করে দিলে যদি আমি গ্রহণ না করি?

আরেকটি কথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলতে চাই। কোনও

কমরেডকে সমালোচনা করার আগে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে হবে সেই কমরেডকে আপনি ভালবাসেন কিনা। সেই কমরেডের গুণের কদর আপনি করেন কিনা। সেই কমরেডটির থেকে আপনি শিখতে পারেন কিনা। এই তিনটি বিষয় থাকলেই একমাত্র আপনার নৈতিক অধিকার থাকে একজনকে সমালোচনা করার। এই সমালোচনা হবে গভীর ভালোবাসা থেকে, রাগ-বিদ্বেষ বা রেষারেষি থেকে নয়। আপনার একটা সমালোচনা আপনার মনোমত হয়নি, আপনার মনে হয়েছে আপনার সাথে ব্যবহার ভাল করেনি, রেগে গিয়ে তার সমালোচনা করলেন। এই সমালোচনা বিদ্বেষমূলক, শত্রুতামূলক। আরেকটা সমালোচনা হচ্ছে, আপন বলে ভালোবাসি, তার ত্রুটি দেখলে আমি দুঃখ পাই, তাকে ত্রুটিমুক্ত করতে চাই সে যাতে আরও যোগ্য হয়। আপনার থেকেও যোগ্যতর হোক। তাতেই আপনার আনন্দ। এইসব আচরণ জীবনে চর্চা হওয়া দরকার। কমরেডরা এগুলি খেয়াল রাখবেন।

এর আগে আমি একটা আলোচনায় বলেছিলাম, একটা ফ্রন্ট অন্য ফ্রন্টকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে। ছাত্র ফ্রন্ট ভাববে তাদের যারা সদস্য-কর্মী তাদের মায়েরা এমএসএস-এর সাথে যুক্ত কিনা। সেই বাড়ির যারা চাকরিজীবী তারা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যুক্ত কিনা। এমএসএস দেখবে তাদের সদস্যদের সন্তানরা কমসোমল-ডিএসও'র সাথে যুক্ত কিনা। ট্রেড ইউনিয়ন দেখবে তাদের সদস্যদের বাড়ির সন্তানরা ডিএসও-ডিওয়াইও করছে কিনা। মহিলারা এমএসএস করছে কিনা। আমি কমসোমল লিডারকে বলেছি, কমসোমল হবে সিলেক্টিভ। পার্টি বাড়ির ছেলেমেয়ে হলেই কমসোমল-এর মেম্বার হবে — ব্যাপারটা এইরকম নয়। এটা মাস অর্গানাইজেশন নয়। ক্যারেক্টার-কালচার-মরাল স্ট্যান্ডার্ড দেখে কমসোমল-এর অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা আসছে তারা অন্য সংগঠন করুক, কমসোমল নয়। এই কথাটা এই প্রসঙ্গে আমি বলে গেলাম।

একটা লোকাল পার্টির লিডারশিপ মানেই হচ্ছে, তাকে দেখতে হবে সেই লোকালিটিতে ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস এইসব ফ্রন্ট-ফোরাম গড়ে উঠছে কিনা। এটা শুধু সেই ফ্রন্টের দায়িত্ব নয়। তারা তো দায়িত্ব পালন করবেই। লোকাল পার্টি তো এর নেতৃত্ব দেবে। তার এলাকায় সংগঠনগুলি গড়ে উঠছে কিনা দেখতে হবে। অধিকাংশ লোকাল ইউনিট সাফার করছে বিশেষত কলকাতায় ও অন্য শহরগুলিতে সেখানে লোকাল ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম। গ্রাম থেকে যারা পড়তে আসছে তারাই অনেক ক্ষেত্রে কাজ করছে। তাতে কাজ চলে যাচ্ছে। সবটা এইরকম না হলেও অধিকাংশই এইরকম। কলকাতায় কিছু কিছু ইউনিটের সদস্যরা শহরের একপ্রান্তে থাকে, অন্য প্রান্তে কাজ করে। লোকালের কর্মী না হলে মানুষ

কনফিডেন্স পায় না। তাই লোকাল থেকে ছেলেমেয়ে বের করা, সংগঠন গড়ে তোলা — এর উপরে জোর দিতে হবে। আবার সেলের মিটিংয়ে লোকাল সেক্রেটারি থাকবে, লোকালের মিটিংয়ে জেলা সম্পাদক থাকবে — এরকম চর্চা কোথাও থাকলে তা বন্ধ হওয়া দরকার। শুধুমাত্র কখনও প্রয়োজন দেখা দিলে তারা যাবে। এদের নিজস্বভাবে ফাংশান করতে দিতে হবে।

একথাও অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি কমরেড যেখানে থাকেন, সেখানে তারা বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় মিশুন। আমাদের কিছু কমরেড নাকি মিশতে পারছে না। মিশতে যে পারছে না, সে তো আমিও বুঝতেই পারছি। তাদের মেশার অভ্যাস নেই। আমাদেরও ত্রুটি আছে, আমরা বহুদিন এই জিনিসটার উপরে গুরুত্ব দিইনি। আপনাদের রাজ্য সম্পাদক দিন-রাত রাজ্যের কাজে ঘুরছে, এখন তাকে বাইরেও পাঠানো হচ্ছে। আমাকে কয়েকদিন আগে বলল, আগে যেমন করত, মাঝখানে কাজের চাপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে শুরু করেছে। শুনে আমার খুব ভাল লাগল। তাহলে প্রত্যেকটি কর্মী যদি পাড়ায় চায়ের দোকানে বসে, আড্ডা মারে, সময় দেয়, বাড়ি বাড়ি যায়, তাহলে কাজটা হবে, কিন্তু তাদের প্রশ্ন কী করে যাব। এখন তো একটা সুবিধা আছে। সই সংগ্রহ নিয়ে যেতে পারেন। প্রত্যেক বাড়িতেই গার্জিয়ানরা শিক্ষার সঙ্কটে, বিদ্যুতের সঙ্কটে ভুগছেন। এগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমি যদি সত্যিই মিশতে চাই, তাহলে কি কাজের অভাব আছে? আমার মতো লোক যদি নিজেকে পাল্টাতে পারি, আপনারা পারবেন না কেন? আপনারা অনেকেই জানেন না, আমি যখন পূর্ব বাংলা থেকে আসি, আমি একদমই মিশতে পারতাম না, লাজুক ছিলাম। ছোটবেলায় খেলাধূলা করতে দেয় নি আমাকে। এই দলের সঙ্গেও আমার তখন যোগাযোগ হয়নি। একটা আবেগ নিয়ে কাজ করেছি কালীধন স্কুলে। সে আমার কঠিন সংগ্রাম ছিল। কখন যে আমি পাল্টে গেছি, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। আমি তো বড় বিপ্লবী হয়ে আসিনি। কিন্তু আমি এইটুকু বুঝেছি যে করবার যদি আবেগ থাকে, করতে হবে, যেভাবে হোক করতে হবে, সেই যুগের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে এই শিক্ষাটা পেয়েছিলাম। অবশ্য বেঁচে গিয়েছি অল্প কয়েক মাস পরেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে এলাম। না হলে কোথায় চলে যেতাম তার ঠিক নেই। ফলে প্রয়োজন যদি বুঝি, নিজেকে পাল্টানো যায়। আমাদের একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে পাবলিক আমাদের মিছিলে দেখে, মিটিংয়ে দেখে, কালেকশনে দেখে, কিন্তু পাড়ায় আমাদের খুঁজে পায় না। আমরা পাড়ার থেকে বিচ্ছিন্ন, ফলে এক অর্থে জনবিচ্ছিন্ন। ফলে প্রত্যেকটি কর্মীর ক্ষেত্রে পড়া যেমন একটা প্রাত্যহিক কাজ, ব্যায়াম করা যেমন একটা প্রাত্যহিক কাজ, পাড়ায় বাড়ি বাড়ি মেশাটাকেও একটা প্রাত্যহিক কাজে পরিণত করুন। এখানে আমি

বলে যাই, কিছু কিছু লিডার এই ব্যায়াম করাটাকে এখনও নেগলেক্ট করছেন। আজও যে আমি বেঁচে আছি, আজ আমার ৮৮ বছর বয়স। এরা সকলেই আমাকে দেখেছে, আমার সেই কঠিন রোগ। এরা ধরেই নিয়েছিল আমি আর বেশিদিন থাকব না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে সামনে রেখে ৪৫ বছর বয়সে আমি এই ব্যায়াম করার কঠিন সংগ্রাম শুরু করেছিলাম। আজও তার জোরে আমি টিকে আছি। ব্যায়াম শুধু ব্যায়াম নয়, এ চরিত্রেও শৃঙ্খলা আনে, চিন্তার বাঁধন নিয়ে আসে। তাই পাড়ায় মিশুন, রুটিন ওয়ার্ক দরকার হলে কমবে। স্টেট থেকে বলা হয়েছে দুইদিন কমরেডদের কোনও রুটিন ওয়ার্ক থাকবে না। কিন্তু আমি শুনেছি যে লোকাল সেক্রেটারিরা শোনে না। তারা খালি এই প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রাম দিয়ে দেয়। আমি এমনও বলেছি যে একদিনেই তোমরা লোকাল মিটিং, সেল মিটিং, গ্রুপ রিডিং কর। সেভ দি ডে। পাবলিকের সাথে মেশার জন্য দিন বের কর। এটা অবশ্যই আপনারা প্রত্যেকে করবেন। একেকটি কমরেড একেকটি লোকালিটি বেছে নেবেন। মিশুন, মিশলে আপনাদেরও ভাল লাগবে, লোকের ভালবাসা পাবেন, স্নেহ-মমতা পাবেন। আপনারা তো অন্যদের মতো নন, যতটুকু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার প্রভাব আপনাদের মধ্যে আছে যেটা মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েট করে, ভদ্র, নম্র, আচার আচরণ ভাল, আমার বাড়ির সন্তানদের থেকেও এরা অনেক ভাল— এইভাবে মানুষ ভাববে। সবসময় পাড়ায়, চায়ের দোকানে, ট্রেনে-বাসে, যেকোনও পাবলিক প্লেসে পাবলিকের আলোচনায় ঢুকে যান। পাবলিকের সাথে কথা বলুন। দ্বিধা-সঙ্কোচমুক্ত হয়ে এ'কাজ করুন। তাতে আপনারাও পাবলিকের চিন্তাভাবনা, বিভ্রান্তি জানতে পারবেন, আবার পাবলিকও আপনাদের মাধ্যমে দলের বক্তব্য জানতে পারবে। কিন্তু কথা বলতে হবে পাবলিকের ভাষায়, বক্তৃতা করে নয়। এখনতো আহ্বান এসেছে পাড়ায় পাড়ায় আপনারা সেভ এডুকেশন কমিটি, বিদ্যুৎ গ্রাহক কমিটি গড়ে তুলুন। পাড়ায় পাড়ায় পাবলিককে জড়ো করুন। পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক করলেই গার্জিয়ানরা, শিক্ষকরা চলে আসবে শিক্ষার সঙ্কট মানুষকে এতো ভাবাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি চিঠি দিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে মিটিং ডাকুন। একটা লোক একটা পাড়ায় চিঠি দিলেই লোক জড়ো হয়ে যাবে - এমন জিনিস হয়ে আছে বিদ্যুৎ সঙ্কট। বাজার কমিটি, দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যুক্ত করুন। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও আক্রান্ত, ওয়ালমার্ট, স্পেনসার, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এইসব মাল্টি ন্যাশানালরা এদের অ্যাটাক করছে। এরা এখন নুন, তেল, সাবান, টুথপেস্ট বিক্রি করছে, এমনকি মাছ, শাকসব্জি, আনাজ বিক্রি করছে। এই সমস্ত দোকানদার উঠে যাবে। একদল গিগ ওয়ার্কার এইসব বাড়ি বাড়ি পৌছে দিচ্ছে। ফলে এইসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও সংগঠিত করুন। আমাদের জন্য বহু রাস্তা খোলা আছে।

কমরেডরা ফ্রন্টালিজম থেকে মুক্ত হোন। আমি জানি, ফ্রন্টে বা ফোরামে কাজ করলে তার প্রতি একটা আবেগ থাকে। কিন্তু আমি ফ্রন্টে বা ফোরামে কাজ করছি কিসের জন্য? ফ্রন্টের জন্য, ফোরামের জন্য না বিপ্লবের জন্য? আমি তো পার্টির কর্মী। আমি তো দেখব এই ফ্রন্টের মাধ্যমে পার্টির কাজ হচ্ছে কি? এই ফোরামের মাধ্যমে পার্টির কাজ হচ্ছে কি? কত জন সমর্থক যুক্ত হচ্ছে পার্টির সাথে? কত কর্মী যুক্ত হচ্ছে পার্টির সাথে? সজাগ না থাকলে এইসব ফ্রন্ট বা ফোরামে কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে ফ্রন্টালিজম আসে, কমরেডদের পার্টির সাথে একটা দুরত্ব এসে যায় বা একাত্মতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটা ছেদ এসে যায়। ফ্রন্ট এবং ফোরামের কর্মীরা সজাগ থাকবেন। একজন কমরেড আমাকে অত্যন্ত সঠিকভাবেই পয়েন্ট আউট করেছেন, ১৫দিন ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রয়াণ দিবসের প্রোগ্রাম, সেই সময় ডিএসও'র অল ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়নের প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স হচ্ছে, কৃষক ফ্রন্টের প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স হচ্ছে ফেসবুকে। যখন ফেসবুকে কমরেড শিবদাস ঘোষের কোটেশন ভর্তি থাকার কথা, ৫ আগস্টের আহ্বান ভর্তি থাকার কথা, তারপর তো অন্য কাজ। কিন্তু এই ঝোঁকগুলি আসে। এই ঝোঁকগুলি পার্টির সাথে একাত্মতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এগুলি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে।

পার্টির কাজের ক্ষেত্রে সেল-এর উপরে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। সেল গঠন এবং রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তিনজন বা পাঁচজন নিয়ে সেল মানে হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার কাজে আছে কিনা, কতটা করছে, তার সমস্যা কী, এগুলি জানা বোঝা, তাদের ক্রিয়াশীল করা। তার উপরে লোকাল। আবার লোকাল কমিটির মেম্বাররাও সেলে যুক্ত থাকবেন। লোকাল কমিটির মেম্বার, লোকাল সম্পাদক মানেই হচ্ছে তার কাজ শুধু সেলের খোঁজ রাখা নয়, তাকেও সরাসরি ফিল্ডে কাজ করতে হবে। জেলা কমিটির মেম্বাররাও সরাসরি ফিল্ডে কাজ করবেন। জেলার কোনও না কোনও জায়গায় দায়িত্ব নিয়ে তারা কাজ করবেন। কোনও না কোনও জায়গায় পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের সাথে তারা অ্যাটাচ থাকবেন। জেলা সম্পাদককে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয় এটা ঠিক। কিন্তু এটা ইনডায়রেক্ট ওয়ার্ক। আমি জেলা সম্পাদকদের বলব, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কোনও জায়গায় তারা পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের সাথে তারা যুক্ত থাকবেন ডায়রেক্টলি বাস্তবকে জানার জন্য। এটা তাদের নেতৃত্বকেও সাহায্য করবে। এই সংগ্রাম না করলে শুধু সিনিয়রিটির ভিত্তিতে আমি লোকাল কমিটির মেম্বার, আমি লোকাল সেক্রেটারি, আমি জেলা কমিটির মেম্বার, আমি জেলা সম্পাদক — এভাবে কার্যকরী নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা আগেই ডিক্লেয়ারড থাকবে। কমরেডরা সাজেশন চিন্তা করে আসবেন। প্রত্যেকটি কমরেড

যাতে মিটিংয়ে বলতে পারে। সেক্রেটারি সব শেষে বলবে যদি প্রয়োজন হয়। দরকার না হলে সেক্রেটারি একদম বলবে না। এখানে সেন্ট্রাল কমিটির সদস্যরা বসে আছেন। তারা জানেন কীভাবে সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং পরিচালনা হয়। তারাই আলোচনা করেন, তারাই সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে আমি ইন্টারভেন করি, শেষদিকে আমি কিছু কথা বলি। বিভিন্ন স্তরের সেক্রেটারিদের এই ভূমিকা হওয়া উচিত। অন্যরা বলুক, তর্কবিতর্ক হোক, আলোচনা হোক, তার থেকে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসুক। কমরেডদের অগ্রগতি চাই, বিকাশ চাই। তারা ভাবছে, মাথা দিচ্ছে, চিন্তা করছে। জুনিয়ার কমরেডদের উৎসাহ দিতে হবে। তারা নেতৃত্বের মুখাপেক্ষি না হয়ে নিজেরা বিভিন্ন ধরনের কাজ সৃষ্টি করুক। জুনিয়ারদের ধমক দেওয়া, কটু মন্তব্য একদম করবেন না। সস্নেহে তাদের সাহায্য করুন। শুধু প্রোগ্রাম নিয়ে কথা নয়, তাদের নানা সমস্যার খোঁজখবর নেবেন, প্রয়োজনে উর্ধতন নেতৃত্বের সাহায্য নেবেন। সর্বস্তরের নেতাকে 'আমি নেতা' এই ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে। মনে করতে হবে এটা আমার দায়িত্ব। সিনিয়াররাই সব ভাল বোঝে, জুনিয়াররা কিছু বোঝে না - এ ধারণা ঠিক নয়। সিনিয়ারদেরও জুনিয়ারদের থেকে শেখার থাকে। মহান মাও সে তুং বলেছেন, সে-ই ভাল শিক্ষক যে সবসময় ছাত্র হিসাবে সকলের কাছ থেকে শেখে।

কোনও পুস্তক নিয়ে পার্টি কমরেডদের যেমন ক্লাস হবে, তেমনি পার্টির সমর্থক জনগণ বিশেষত কৃষক-শ্রমিক যারা অত পলিটিক্যাল টার্ম জানে না, কঠিন তত্ত্বগত আলোচনা বুঝতে পারে না, তাদের নিয়েও আলাদা ধরনের আলোচনা সভা করবেন। ধরুন, সেখানে প্রশ্ন রাখবেন কেন মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, কেন বেকারীত্ব বাড়ছে ইত্যাদি। প্রত্যেকেই তার মতামত দিচ্ছে, তর্কবিতর্ক হচ্ছে যেমন চায়ের দোকানে হয়, ট্রেনে বা পাবলিক প্লেসে হয় - তেমনই হবে। তারপর উপস্থিত কমরেড তাদের বোঝার মতো করে আলোচনা করবেন। এই আলোচনাসভা প্রতি মাসে একবার করতে পারেন। এই সমর্থক জনগণের পার্টির প্রতি আবেগ আছে, কিন্তু তারা দলের রাজনীতি জানে না। ধীরে ধীরে এদের সচেতন ও শিক্ষিত করতে হবে। কমরেডরা সোস্যাল-ওয়েলফেয়ার-কালচারাল প্রোগ্রাম করুক। এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যেমন আন্দোলন করছি, যেমন আমরা আদর্শ প্রচার করছি, এর সাথে নাটক-সঙ্গীত-সাহিত্যচর্চা-কাব্যচর্চা চাই। জেলাগুলোয় বিভিন্ন জায়গায় এই উদ্যোগ নিন। ট্যালেন্টেড লোকদের রাজ্যস্তরে পাঠাতে হবে। একইভাবে সামাজিক কাজ হিসাবে রিলিফ সংগঠনকে গণ্য করতে হবে। প্রত্যেকটি জেলা এর জন্য কমরেড নিয়োগ করবে। একদল ছাত্র-যুবক বা সাধারণ মানুষ থাকেন যারা সরাসরি রাজনীতিতে আসতে চান না। কিন্তু দুঃস্থ মানুষদের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া, কাপড় দেওয়া, গরিব পাড়ায়

গরিব ছাত্রদের কিছু টাকা দেওয়া, এসব ক্ষেত্রে তারা উদ্যোগ নেয়। এই মানুষদের আমরা সংগঠিত করতে পারি। ছাত্র যুব সংগঠনে অনেক সাধারণ মেম্বার আছে যারা অন্য কাজে আসবে না, এখানে যুক্ত হবে। ফলে রিলিফ সংগঠনকেও খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। ইতিমধ্যেই একটা সংগঠন আছে, কিন্তু গুরুত্বর অভাবে ভালোমতো কাজ হচ্ছে না। এটাকেও আপনারা গুরুত্ব দেবেন।

আরেকটি বিষয় আমাকে খুবই বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে। আমি বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের বারবার বলেছি, শিশু-কিশোরদের পুঁজিবাদী আক্রমণ থেকে বাঁচান। অতি অল্প বয়সেই তাদের অনেকেই সেক্স সহ নানা অ্যাডিকশনের ভিক্টিম হচ্ছে। এর সর্বনাশা প্রভাব সর্বত্র পড়ছে এবং তা আরও বাড়বে। সমাজ-সংসার সব ধ্বসে যাবে। বিপ্লবী হিসাবে আমাদের কি কোনও মানবিক কর্তব্য নেই? এরপর তো ঝাণ্ডা ধরারও লোক পাওয়া যাবে না। আপনারা দলের অন্যান্য কর্মসূচি তো নিষ্ঠার সাথে করেন। কিন্তু কেন সপ্তাহে একদিন সকালে বা বিকালে প্রত্যেকে এদের নিয়ে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মনীষী ও বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র অর্জনের আকাঙ্খা জাগানো — এসব করছেন না? এই সঙ্কট দেখে কি আপনার বিবেকে যন্ত্রণা হয় না? ফলে আমি আবারও আপনাদের বিবেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, নেতা-কর্মী নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই উদ্যোগ নিন। অনেককে আপনারা বাঁচাতে পারবেন। চেষ্টা করলে এদের মধ্যে অনেকে নানাভাবে যুক্ত হতে পারে, যারা হবে না তারাও কিছু মনুষ্যত্বের সন্ধান পাবে। আর গার্জিয়ানরা আপনাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

আর আমি বলতে চাই, সাধারণ মানুষ যারা বামপন্থী নয়, তারাও একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে আছে গোটা ভারতবর্ষে। প্রতিষ্ঠিত নেতা, দলগুলির সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। তারা একটা আদর্শবাদী, সৎ, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে - এমন দল দেখলে আকৃষ্ট হয়। এদের সংখ্যা ব্যাপক। এদেরকে আমরা পাচ্ছি, আরও পেতে পারি। আবার বামমনস্ক কিন্তু সিপিএম এর সাথে যুক্ত নন, লেফট বলেই বড় দল হিসাবে সিপিএমকে ভোট দেয়, এটাও একটা ভাল সংখ্যক আছে। তারা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে, উদ্যোগ নিলে আরও হবে। আরেকদল আছে একসময় সিপিএম-এর অ্যাক্টিভিস্ট ছিল, এখন হতাশ হয়ে বসে গেছে, নিষ্ক্রিয়, দল সম্পর্কে তাদের সমালোচনা আছে। এদেরকেও আকৃষ্ট করা যায়। আবার সিপিএম-এর আর একটা কর্মীসংখ্যাও আছে যারা আমাদের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলের সাথে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন জেলায়। তাদের প্রতিও আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আরেকটা ভাল সংখ্যক আছে সিপিএম-এর মধ্যে যারা সিপিএম-এর বর্তমান কার্যকলাপ সমর্থন করে না। আমাদের বহু বক্তব্যকে সমর্থন করে। কিন্তু বলেন, এতদিন ধরে এই দলটা করে

এসেছি, একটা নাড়ীর সম্পর্ক হয়ে আছে। কী করে এখন ব্রেক করি! এই হচ্ছে তাদের মানসিকতা। এদের সাথেও যদি যোগাযোগ রক্ষা করা যায়, কথাবার্তা বলা যায় - এর একটা ভালো সংখ্যককে আমরা পেতে পারি। ফলে লেফট এবং নন লেফট এই দুটি অংশকেই আমরা আকৃষ্ট করতে পারি যদি আমরা এইভাবে কাজকর্মগুলি করি। এইসব মানুষগুলি যারা এখনও সরাসরি পার্টির কাজকর্মে আসার মতো তৈরি হয়নি, তাদের নানা ফোরামে, পাবলিক কমিটিতে যুক্ত করুন।

বাংলাদেশ দেখিয়ে দিল, একটা স্পার্কও কিরকম বিশাল গণআন্দোলন রূপে ফেটে পড়তে পারে। এই আন্দোলনে কোনও নেতা নেই, কোনও দল নেতৃত্বে নেই, সাধারণ ছাত্ররাই সবকিছু করেছে। আমাদের দেশেও দেখেছি দিল্লির কৃষক আন্দোলন, এক বছর ধরে চলেছিল, এতেও কোনও দলের উদ্যোগ ছিল না, কোনও নেতা ছিল না। এখানেও ৭০০ জন মারা গেছে স্পটে। একই পরিবারের লোক মারা গেছে তা সত্ত্বেও আন্দোলন থেকে উঠে যায়নি। আমাদের যে কমরেডরা গিয়েছিল, তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল সেখানে থেকে। আন্দোলন মানুষকে পাল্টে দেয়। যে কোনও জায়গায় যে কোনও সময়ে একটা পাড়াতে হোক, অন্য জায়গায় হোক, এরকম করে হঠাৎ বিদ্যুৎ নিয়ে এক জায়গায় বিক্ষোভ হয়ে গেল, রাস্তা অবরোধ হয়ে গেল। আরেক জায়গায় হয়তো নারী ধর্ষণ নিয়ে বিক্ষোভ হয়ে গেল। আরেক জায়গায় হয়তো কোনও নেতা বা অফিসার ঘুষ চেয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হল। নানা জিনিস নিয়ে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে। গোটা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত অসন্তোষ, ভিতরে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। আমাদের দেশেও তাই। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোন সময়ে যে কোনও জায়গায় একটা অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারে, বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সাথে সাথে যাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, নেতৃত্ব দিতে পারি। আবার শুধু আন্দোলন করলেই হবে না। একটা প্রোগ্রাম করলেই হবে না। একটা বিক্ষোভ হল, একটা আন্দোলনে দাবি আদায় হল, কিন্তু আমাদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য যদি আন্দোলনের সময়ে মানুষ না জানতে পারে, তাহলে মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। অন্য সময়ে সাধারণ মানুষ ঝিমায়। কিন্তু আন্দোলনে মানুষ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখ-কান খাড়া হয়ে যায়। রাস্তায় পুলিশের সাথে তখন লড়তে থাকে, থানা ঘেরাও করতে থাকে। এই হচ্ছে টাইম মানুষকে রাজনীতি শেখাবার। এই হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র যে জনগণের শত্রু — এটা বোঝানোর। এই সমস্যাগুলি কোথা থেকে আসছে? বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, অনাচার, ব্যাভিচার যা কিছু সঙ্কট, কোথা থেকে আসছে? পুঁজিবাদ থেকে। পুঁজিবাদ জনগণের শত্রু। পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লব চাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চাই। এগুলি

বোঝাতে হবে এমন করে যাতে মানুষ বুঝতে পারে। একই সাথে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, জাতপাত - এসবের বিরুদ্ধেও মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এই সব আলোচনা ক্ষুদিরাম দিবসেও বলতে হবে। এই সব আলোচনা গানের আসরেও বলতে হবে। যান্ত্রিক ভাবে নয়, যে পরিবেশে যেমন করে বলা যায়, তেমন করেই বলতে হবে যাতে মানুষের মনকে তা স্পর্শ করে। আন্দোলনের উত্তপ্ত অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে, জনগণের মধ্যে কারা অগ্রগামী ভূমিকা নিচ্ছে, তাদের ঘনিষ্ঠ করতে হবে। মানুষের মধ্যে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি আনতে হবে। সমাজ যে বিভক্ত, মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরিব উভয়ের স্বার্থ এক হতে পারে না - যে কথা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, সেই সম্পর্কেও সজাগ করতে হবে। একেক প্রোগ্রামে একেকভাবে বলতে হবে। এখানেই হচ্ছে আমাদের বুদ্ধি, বিচার, বিচক্ষণতা, কীভাবে বলব সেটা ঠিক করা। ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, চর্চা করতে হবে। কর্মীদের সেইভাবে তৈরি করতে হবে। ঠিকমতো বলতে পেরেছে কিনা তা রিভিউ করতে হবে। এবার যদি ভাল করে বলতে না পারে, পরের বার সেটা আরও ভাল করে বলার চেষ্টা করব। এইসব চর্চাগুলি হওয়া দরকার। এটাই ২৪ ঘণ্টার সাধনা। এই ২৪ ঘণ্টার সাধনার মধ্যে নিমগ্ন থাকতে হবে। এই কথা বলার জন্যই আমি এই মিটিংটা চেয়েছি। আমি জানি না কতটা আপনাদের আমি বোঝাতে পারলাম।

আপনাদের একটা ঘটনার কথা বলি, শুনলে আপনারা চোখের জল সামলাতে পারবেন না। শ্রদ্ধেয় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মরদেহ নিয়ে যে শোক মিছিল হয়েছিল — তার শৃঙ্খলা, শালীনতা, শোকার্ত হৃদয়ের উৎসারিত আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের উদাত্ত আহ্বান রাস্তার দু'ধারের নাগরিকদের মুগ্ধ করেছিল। আমাদের দল সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল, আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই মিছিল সম্পর্কে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা শুনেছিলেন, মিছিলও লক্ষ্য করেছিলেন। পরদিন আমাকে অফিসে বললেন, এর পর তোমরা যে শোকমিছিল করবে, গ্রামের নূতন লোকজন যেখানে থাকবে, সেখানে যেন আরও ভলান্টিয়ার থাকে। শুনলাম, চুপ করে রইলাম। বুঝলাম কোন শোক মিছিল সম্পর্কে বলছেন। তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছিল, বুঝতে পারছিলেন তাঁরও দিন ঘনিয়ে আসছে। চাইছেন, তাঁর শবদেহ বাহিত শোকমিছিল। আরও যেন সাধারণ মানুষকে দল সম্পর্কে আকৃষ্ট করে, শ্রদ্ধাশীল করে, সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে। একবার ভেবে দেখুন, তাঁর সারা জীবনের সাধনা শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রাম সর্বহারার শ্রেণীর দল ও বিপ্লবকে শক্তিশালী করা। এ'ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না। তাঁর শবদেহ বাহিত শোকমিছিলও যাতে এই কাজে লাগে এই চিন্তাই

করেছেন। What a great revolutionary he was, how greatly the was identified with class of revolution.

কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণে কর্মিসভায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটাও শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজের মৃত্যুজনিত শোককে কর্মিরা কিভাবে সামলাবে এবং দলের দায়িত্ব পালন করে যাবে সেই শিক্ষাই রেখে গেছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমরা যে কয়জন ছিলাম একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এই ভরসা পেতে চেয়েছিলেন যে এরা এই বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করে যাবে। আমি অনেক মিটিংয়েই বলেছি, মৃত্যুর চারদিন আগে বলেছিলেন, আমার ভাষণের বই পড়ে, মুখস্ত করে বক্তৃতা দিলে তোমরা হাততালি পাবে, কিন্তু কাজ হবে না। আমার ভিতরে শোষিত মানুষের প্রতি যে ব্যথা বেদনা, এই ব্যথা বেদনার থেকে আমার যে কথাগুলি এসেছে এই ব্যথা বেদনা যদি তোমাদের বুকে না থাকে তাহলে আমার বই মুখস্ত করে কোনও কাজ হবে না। তখনও জানতাম না তিনি মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার নিজের কথা বলছি, ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ মারা যান, জুন মাসে আমি দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরি। আমাকে পুলিশ অন্ধ্রপ্রদেশে ধরেছিল, ইমারজেন্সি চলছে, যেকোনও কেস দিতে পারে, কিন্তু আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী পুলিশকে ট্যাকল করে বেরিয়ে এসেছিলাম। সেই কাহিনী আমি এখানে বলতে চাই না। তিনি শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা অফিসে দেখা। আমি ভিতর থেকে আবেগে বলে ফেললাম, ৮-১০ বছর যদি আমরা আপনাকে পাই, তবে আমরা ভারতবর্ষ জয় করতে পারব। তিনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন, সেই দৃষ্টি আলাদা। বললেন, যা রেখে গেলাম তোমরা পারবে না? মনে রাখবেন, এই 'তোমরা' বলতে শুধু আমি নয়, আপনারা সকলেই আছেন। আজও যে আমি লড়ছি, চলছি, প্রতিদিন সকালবেলা উঠে ব্যায়াম করছি, যা কিছু করছি সেই চোখের চাহনি, আর শেষ মূহুর্তের তাঁর আবেদন - এটা প্রতি মূহুর্তে আমার বিবেককে তাড়া করে বেড়ায়। ফলে আপনাদের কাছেও এই আবেদনগুলি আমি রেখে গেলাম। আপনারা সাড়া দেবেন তো? আপনারা কথা দিচ্ছেন তো? (উপস্থিত সকলে হাত তুলে সাড়া দেন) আমি এখানেই শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম